অমর চিত্র কথা
নং ২৩৮ • মূল্য ৩.০০
শত্রু মিত্র ভেদাভেদ

শত্রু মিত্র ভেদাভেদ

চারটি গল্প, সবকটিই মহাভারত থেকে নেওয়া। প্রথম তিনটি যুধিষ্ঠিররা শুনেছিলেন পিতামহ ভীষ্মের মুখ থেকে। তখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, পিতামহ ভীষ্ম শর-শয্যায় শুয়ে আছেন। পাণ্ডবেরা রোজই ভীড় করতেন তাঁর কাছে, নানা উপদেশ আর গল্প শোনার জন্য।

শেষের গল্পটি মহাভারতেরই 'কর্ণপর্ব' থেকে নেওয়া। সব গল্পই পশু পাখিদের নিয়ে লেখা, কিন্তু প্রতিটি কাহিনীর আসল উপলক্ষ মানুষ। যা মানুষের সমাজে ঘটে, পশুপাখিদের সামনে রেখে সে-সব ঘটনার কথাই এখানে বলা হয়েছে। এই ধরনের রূপককাহিনী পুরাণ, পঞ্চতন্ত্র, মহাভারত এবং হিতোপদেশ-এর গল্পে এবং পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যেও অজস্র ছড়িয়ে আছে। গল্পগুলির আসল উদ্দেশ্য শ্রোতাদের কিছু জ্ঞান দেওয়া। আমরা কিন্তু গল্পের স্বাদটাই বেশি ক'রে পেতে চাই; বাকিটা উপরি পাওনা, যাকে আমরা চলতি কথায় বলি 'ফাউ' তাই না?

অনুবাদ • বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
পি • দেবব্রত ঘোষ

অমর চিত্রকথার
বাংলা সংস্করণের একমাত্র পরিবেশক
উচ্চারণ
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩
☎ ৩৪ ৮০৪৩

Published by H.G. Mirchandani, for India Book House Education Trust, Rusi Mansion, 29, Nathalal Parekh Marg, Bombay-400 039 and printed by him at IBH Printers, Marol Naka, Mathuradas Vissanji Road, Andheri (East), Bombay-400 059.

Editor: Anant Pai   Script : Toni Patel   Artworks : Pradeep Sathe

ইঁদুরের বন্ধু বেড়াল

বনের মধ্যে এক আদ্যিকালের বটগাছ, তার শিকড় ঘেঁসে অনেকগুলি ঘর বানিয়ে, 'পলিত' নামে ইঁদুর সেখানে বাস করতো।

কাছাকাছিই বাস করতো 'লোমশ' নামের ভয়ঙ্কর বেড়াল। গাছটার চার পাশেই সে বেশিসময় ঘোরাঘুরি করতো।

লোমশ এখানেই রয়েছে। এখন বাড়ি থেকে বেরুলেই বিপদ!

দ্যাখো, রাক্ষসের বাচ্চাটা! বেচারা, পাখিটাকে এখনই খতম করবে!

আজ পেটভরে খাব!

লোমশ এখন ব্যস্ত, এই সুযোগ! আমারও খিদে পেয়েছে।

একদিন ঐ বনে উড়ে এসে জুড়ে বসলো এক ব্যাধ।

রোজ সূর্যাস্তের সময় সে তার ফাঁদটি বিছিয়ে রাখতো...

...পরদিন ভোরবেলা আবার ফিরে আসতো, জালে কিছু পড়েছে কিনা তাই দেখতে।

একটা হরিণ! আজ ভাগ্যি ভালো।

পলিত শুধু অপেক্ষা করছে, লোমশ কবে ফাঁদে পড়বে। একদিন —
ফাঁদে পড়েছি, বাঁচার কোনো রাস্তাই দেখছি না!
কী মজা! আজ আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন।
লোমশ কে অসহায় দেখে পলিতের সাহস বেড়ে গেল।
হাঃ! হাঃ! তোমাকে নিয়ে যেতে স্বর্গের দূত আসছে, আমার বড় আনন্দ হচ্ছে!
কী আনন্দ! আজ আমার কী-যে আনন্দ!
বেড়ালের সর্বনাশ মানেই ইঁদুরের পৌষমাস। শত্রুর নাকের সামনে সে মহানন্দে নাচতে লাগলো।
কিন্তু এই ফূর্তি বেশিক্ষণের জন্য নয়। হঠাৎ তার চোখে পড়লো আর এক দুর্দান্ত শত্রু একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে।
সর্বনাশ! বেজি!

এখনই পালাতে হয়! কিন্তু কোথায় পালাবে? ওদিকে, গাছের ওপর আর এক শত্রু পেঁচা— নিঃশব্দে উড়ে এসেছে!
এখন কী করি?
এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে খুনে পাখিটা আমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খাবে...
...যদি পালাতে চেষ্টা করি, বেজির পেটে যাবো।
বাঁচার কোনো রাস্তাই নেই! সবাই হা-করে আছে!

লোমশকে ফাঁদে পড়তে দেখে ভেবেছিলাম আমার ভাগ্য ফিরেছে। কিন্তু আমার চার দিকেই শত্রু, বরং লোমশ কাছে থাকলে ওরা কাছে ঘেঁসতো না।
এখন লোমশই আমাকে বাঁচাতে পারতো... তাইতো!... লোমশই তো আমাকে বাঁচাতে পারে।
পলিত এবার গলার সুর বদলে ফেললো। লোমশকেই তার দরকার।
শোনো বন্ধু! আমি তোমাকে বাঁচাতে পারি, যদি তুমি আমাকে বাঁচাও। এখন বলো, তোমার কী ইচ্ছে।
তুমি মন থেকে বলছো? একটু আগেই তো আমার দুরবস্থা দেখে হাসছিলে!
এখন অবস্থার বদল হয়েছে। আগে ভেবেছিলাম তুমিই আমার একমাত্র শত্রু, বেজি আর পেঁচাকে ভুলেই গিয়েছিলাম।
ঐ দ্যাখো, তারা আমাকে গিলে খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে।

তাই তো দেখছি, কিন্তু তোমাকে সাহায্য করবো কী করে? আমি জালের মধ্যে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা রয়েছি।

বন্ধু! উত্তরটা খুবই সোজা। ওরা যতক্ষণ এখান থেকে বিদায় না নেয়, তোমার শরীর দিয়ে আমাকে ঢেকে রাখবে।

ভাল বুদ্ধি! ওরা চলে যাওয়ার পর তুমি আমাকে মুক্ত করবে— তাই তো?

ঠিক তাই। এখন বলো, তুমি রাজি কিনা।

লোমশ রাজি হলো।

পলিত বেড়ালের শরীরের মধ্যে আশ্রয় নিল। বেড়াল একটুও নড়লো না।

পৃথিবীতে কী না ঘটে! পলিত একটা ইঁদুর, আজ আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে!

আশ্চর্যের শেষ নেই। বেড়ালের আশ্রয় নিয়ে সত্যিই আমি নিজেকে নিরাপদ বোধ করছি!

toonpoot.in

বেজি এতক্ষণ অবাক হয়ে ব্যাপারটা দেখছিল।

ইঁদুরটা বেড়ালের আশ্রয় নিয়েছে! জীবনে এমন কান্ড দেখি নি!

আর অপেক্ষা করা যায় না। দেরি করলে আজ উপোসেই দিন কাটাতে হবে।

একজন গেল। আরেক শত্রু—

সেই বা আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবে?

ভোর হয়ে আসছে। ও আর বেরুবে না, এখন অন্য শিকার দেখতে হয়।

পেঁচা চলে যাওয়ার পর পলিত ধারালো দাঁত দিয়ে জাল কাটতে শুরু করলো।

তোমার জন্য আজ আমি প্রাণ ফিরে পাবো। সত্যিই তোমার অনেক গুণ!

পলিত কিন্তু বেড়ালের প্রশংসায় গললো না। সে ধীরেসুস্থে কাজ করতে লাগলো।

বন্ধু, সময় নষ্ট ক'রো না। তাড়াতাড়ি আমাকে মুক্ত ক'রে দাও। ভোর হয়ে আসছে, যে-কোনও মুহূর্তে ব্যাধ এখানে এসে পড়বে।

ধৈর্য ধরো সব ঠিকসময়ে হবে।

পলিত ইচ্ছে করেই দেরি করতে লাগলো। লোমশ কিন্তু ভয়ে কাঁপছে – কী জানি, কী হয়।

আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে। দোহাই, একটু তাড়াতাড়ি করো।

ধৈর্য ধরো, বন্ধু! ধৈর্য ধরো!

ঠিক যখন সূর্যদেব পূব আকাশে উদিত হলেন—

ঐ ব্যাধ আসছে! এবার তোমাকে মুক্তি দেবো।

যেই ব্যাধের সমস্ত শরীরটা দেখা গেল, পলিত তখনই জালের শেষ বন্ধনটি কেটে দিল।

এবার! এখন তুমি পালাতে পারবে

বেড়াল এক লাফে গাছে উঠলো...

...ইঁদুর ততক্ষণে তার গর্তের মধ্যে নিশ্চিন্ত।

কী হলো? জালটাকে কীভাবে ছিঁড়েছে! এ কোন্ জন্তু?

শিকারী ব্যাধ জাল নিয়ে চলে গেল। বেড়াল এলো তার নতুন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।
পলিত, তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছো, এজন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ। এবার থেকে আমরা একসঙ্গে শান্তিতে দিন কাটাবো, কোনোরকম শত্রুতা করবো না।
ইঁদুর মিষ্টি কথায় ভুললো না।
লোমশ! তুমি ভুল করছো? সময়ে শত্রুকেও বন্ধু বলে মেনে নিতে হয়— ওটা পারস্পরিক স্বার্থের ব্যাপার। কিন্তু শত্রু শত্রুই, তার সঙ্গে যে বেশি মাখামাখি করে সে নেহাৎ মূর্খ।
তুমি এ কী বলছো? যে আমার প্রাণ রক্ষা করেছে, আমি কী করে তার সঙ্গে শত্রুতা করবো?
তুমি যে আমাকে সহজে কাবু করার জন্য বন্ধুত্বের ভান করছো না, তার প্রমাণ কি?
তুমি আমাকে ভুল বুঝছো!
না, লোমশ। তুমি নিজের রাস্তা দ্যাখো! আর, ব্যাধের কাছ থেকে দূরে থেকো! আবার জালে পড়লে...
ব্যাধের নামে বেড়ালের হৃৎকম্প উপস্থিত হলো। এক লাফে সে নিজের জায়গায় গিয়ে পৌঁছালো।

সব শেয়াল খারাপ নয়

হিমালয়ের গভীর জঙ্গলে এক ধার্মিক শেয়াল বাস করতো। সে কখনও প্রাণীহত্যা করতো না।

সে ছিল সত্যপরায়ণ এবং দয়ালু। বনের অন্যান্য শেয়াল তার এই ভালোমানুষীর কোনো মানে বুঝতে পারতো না।

এসব কী হচ্ছে? সন্ন্যাসীর মতো কথাবার্তা, সন্ন্যাসীর মতো আচরণ! শেয়ালদের এসব মানায়?

আমরা মাংসভোজী, ও মাংসই ছোঁয় না!

শেয়াল, শেয়ালের মতো থাকবে। ও যা করছে তা একেবারেই উল্টো!

ওকে বলা দরকার, এসব ঠিক হচ্ছে না।

তোমার ব্যাপার স্যাপার আমাদের ভাল লাগছে না। এসব কু-অভ্যাস ছাড়ো!

আমরা তোমাকে মাংস এনে দেবো, তোমাকে আর শাক-সব্জী খেতে হবে না।

তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ, আমি কিন্তু নিরামিষ খেয়েই ভাল আছি।

তুমি কি ভাবছ, বল তো? এসব ক'রে তুমি সমাজের মাথায় উঠবে?

আমি কারও মাথায় উঠতে চাই না। হিংসা, হৈ চৈ, ঝগড়া ঝাঁটি – এসব আমার ভাল লাগে না।

তাইলে তুমি নিজের ইচ্ছেয় চলবে, তাই ঠিক করেছ! তাই তো?

মান্ধাতার আমল থেকে শেয়ালদের জন্য যে আচরণ পূর্ব পুরুষরা বেঁধে দিয়েছেন, তুমি তা মানবে না। এর কী পরিনাম হতে পারে, তুমি জান তো?

আমাদের কাজের জন্য আমরা দায়ী, এটা ঠিক তো? তাহলে স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার আমাদের আছে, এটাই কি প্রমানিত হচ্ছে না?

বেশ সুন্দর কথা বলতে পারে তো? ওর কথা আর কাজ যদি এক হয়...

তোমরা যে ভাবে দিন কাটাও তা আমার ভাল লাগে না। এতে অসন্তোষ বাড়ে, লোভ সীমা ছাড়িয়ে যায়।

ওর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। ও একা থাকুক, সেই ভালো!

বড় বড় কথা বলছে!

অন্য শেয়ালদের থেকে কত তফাৎ! ওঁকে এখানে পচতে দেওয়া ঠিক হবে না।

আড়ালে থেকে শেয়ালদের কথা শুনছিলো স্বয়ংবনের বাঘ। অন্য শেয়ালরা চলে যাওয়ার পর সে এগিয়ে এলো।
আপনাদের কথোপকথন আমি শুনেছি। আপনাকে দিয়ে প্রাণীজগতের অনেক মঙ্গল হতে পারে।
অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে আসুন, আপনাকে আমার প্রধানমন্ত্রী করবো।
আপনার শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ! কিন্তু...
...রাজগৃহে বিলাসের ছড়াছড়ি, ওটা আমার সইবে না। এ ছাড়া, আমি কখনও অপরের দাসত্ব করি নি। এখানে আমি স্বাধীন, নিজেকে নিয়ে ভালই আছি।
কিন্তু আপনি রাজা, আপনি আদেশ করলে আমাকে তা মানতেই হবে। তবে আমার একটি শর্ত আছে— আমি আপনাকে গোপনে পরামর্শ দেবো, এবং আমার পরামর্শ আপনি মেনে চলবেন।
ভাল প্রস্তাব, আমি রাজি। এবার আপনি তৈরি হোন।
দুজনে রাজধানীর দিকে যাত্রা করলেন। ধার্মিক শেয়াল রাজার মন্ত্রী হলো।
ও! ইনিই হলেন প্রধান মন্ত্রী!
এ যে আরেকটা শেয়াল। এর কথায় যদি রাজা কান দেন, তাহলে আমাদের গায়ে আর চামড়া থাকবে না!
শুনছি উনি সজ্জন। ওঁর কাছে আমাদের দুরবস্থার কথা জানাবো?

ধার্মিক শেয়াল অল্পদিনের মধ্যেই সকলের প্রিয় হয়ে উঠলো। প্রজারা সমস্যায় পড়লেই তার কাছে চলে আসতো।

আমার ছেলেকে চুরির দায়ে জেলে দিয়েছে, কিন্তু সে নিরপরাধ!

আসল চোরের খবর জানেন কি?

জানি। দারোগাবাবুর সঙ্গে তার খাতির।

আমরা সবাই উপোস করছি। বর্ষা এসে গেছে, আমাদের ভাঁড়ার শূন্য!

এ কী ক'রে সম্ভব! আপনার স্বামী রাতদিন পরিশ্রম করেন।

তিনি ফুরনে কাজ করেন। মোড়ল আপনার নিকট আত্মীয়—কাজের জন্য মোটা ঘুষ চান!

নতুন মন্ত্রী সব সময় লক্ষ্য রাখতেন, যাতে দুর্বল সবলের অত্যাচার থেকে রক্ষা পায়। এজন্য অনেকেরই চক্ষুশূল হলেন, বিশেষ করে শেয়ালদের।

খরগোস, কাঠবেড়ালী—যাদের আমরা হিসেবের মধ্যেই আনি না, তাদের কথায় কান দিচ্ছেন! যত শত্রুতা আমাদের সঙ্গে!

শুধু তাই না, উনি আরেকটি গর্হিত কাজ করেছেন। খরগোসকে চুরির দায় থেকে মুক্তি দিয়ে আমাদের বন্ধু দারোগার চাকরি খেয়ে টান দিয়েছেন।

এ চলতে পারে না! ওকে গদি থেকে হটাতে হবে।

তারা সুযোগ খুঁজতে লাগলো। তারপর একদিন—

দেখছিস! টাটকা রাজভোগ! ভাল ক'রে দ্যাখ!

মাংসের দলাটা এখান থেকে সড়িয়ে প্রধান মন্ত্রীর ঘরে নিয়ে যা! বাকি যা করবার আমি করবো।

ওরা দুষ্টবুদ্ধি আঁটছে!

প্রধানমন্ত্রী অতিশয় সজ্জন, এখন সবাই দলবেঁধে ওঁর পেছনে লেগেছে! প্রতিবাদ করলে আমার পেছনেও লাগবে!

তারপর রাজা এলেন। কিন্তু এ কী!

কে নিয়েছে আমার মাংস! কার এত স্পর্ধা!

শীগগীর বলো!

আমরা ছুঁই নি হুজুর!

বিশ্বাস করুন, হুজুর!

এরকম স্পর্ধা আমাদের জীবনেও হবে না!

তাহলে কে একাজ করেছে?

এ্যা...
এ্যা...
এ্যা...

তোলামি করছো কেন? শীগগীর বলো, যদি বাঁচতে চাও!

হুজুর ! সত্যি কথা বললে মন্ত্রীমশাই আমাদের আস্ত রাখবেন না। তিনি নিজের ঘরে —

এ তোমরা কী বলছো !

আপনি যদি অভয় দেন, তাহলে দেখিয়ে দিতে পারি।

তোমরা সবাই একথা বলছো ! বেশ, তোমাদের অভয় দিচ্ছি— এবার যা বলছো তার প্রমাণ দাও !

প্রমাণ মিললো। এতগুলো সাক্ষী — রাজা নিজের চোখ এবং কানকেই বিশ্বাস করলেন।

উনি একাজ করলেন !

এরপর কাকে বিশ্বাস করবো? ওঁকে এতো শ্রদ্ধা করতাম ! এখন দেখছি, সব শেয়ালের এক রা !

আপনি ওকে বড় বেশি আস্কারা দিতেন। আমরা সব দেখেও আপনার ভয়ে চোখ বুজে থাকতাম।

আমি ওর জন্য এত করলাম, আর আমাকেই বোকা বানালো? এর একটা বিহিত হওয়া দরকার।

প্রহরীদের বলো, ওকে বেঁধে আনতে।

কাল যে ছিল প্রধান মন্ত্রী, আজ সে জেলে বন্দী! ভাগ্যের এমনই মজা!

ব্যাপারটা রাজমাতার কানে পৌঁছালো। তিনি সব কাজ ফেলে ছেলের কাছে ছুটে এলেন।

এ সত্যি হতে পারে না। নিশ্চয় এর পিছনে কোনো চক্রান্ত আছে উনি নির্দোষ!

কিন্তু ওর থালায় আমার মাংস, আমি সচক্ষে দেখেছি।

ছেলে আর মায়ের মধ্যে তর্ক চলছে, এমন সময় ঘরে ঢুকলো এক আগন্তুক।

প্রভু! আপনাকে একটি জরুরী কথা নিবেদন করতে চাই।...

মন্ত্রীমশাই নির্দোষ। তাঁর বিরুদ্ধে আমার বন্ধুরা সাজানো অভিযোগ এনেছে।

দেখলে তো, আমি যা বলেছি।

আগে বলো নি কেন? ওদের সঙ্গে তুমিও ছিলে, তাই না? তখন তো বন্ধুদের কথায় মাথা নেড়েছ!

নিজের চামড়া বাঁচাতেই তখন চুপ ক'রে ছিলাম। ওদের আমি যমের মতো ভয় পাই। যাহোক, যে অন্যায় করেছি তার জন্য মার্জনা চাইছি।

ঠিক আছে, তুমি এখন যেতে পারো! আশা করি ভবিষ্যতে এরকম ভুল করবে না।

এবার রাজা মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন।

আপনার কোনো দোষ নেই। পরের কথায় কান দিয়ে আমিই অত্যন্ত অন্যায় করেছি। আপনি আগের মতোই মন্ত্রীত্ব করুন।

মহারাজ! আপনি নিজগুণে আমাকে দেশের প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন, আবার আপনিই আমাকে জেলে পাঠালেন।

সত্যিই, ভীষণ অন্যায় হয়ে গেছে। কাজের ভিতরেই একজনের সত্যিকারের পরিচয়, অথচ আমি ভুল প্রমাণের পিছনে ছুটছিলাম!

একবার বিশ্বাস হারিয়ে গেলে তাকে আর ফিরে পাওয়া যায় না। জোড়াতালি দিয়ে বন্ধুত্ব হয় না। আমাকে ছুটি দিন।

মন্ত্রীত্বে ইস্তফা দিয়ে শেয়াল আবার নির্জন বনে ফিরে গেল। এখন সে আগের মতোই স্বাধীন এবং খুশি।

কুকুর থাকবে কুকুরের মতো

গভীর বনে এক ঋষি নিজের মনে তপস্যা করতেন। বনের পশুরা সবাই তাঁকে ভালোবাসতো, আপদে বিপদে তাঁর কাছে ছুটে আসতো। কখনও বা দলবেঁধে তাঁর কাছে ধর্মের কথা শুনতো।

কুকুরটাকে দ্যাখো! ওর গুরুভক্তির কোনো তুলনা নেই।

যা বলেছিস! এক মুহূর্তের জন্যও আচার্যকে ছেড়ে যায় না।

ও বনের ফলমূল আর জল খেয়েই বেঁচে আছে। নিজে কুকুর কিন্তু কখনও প্রাণীহত্যা করে না।

তুমি সত্যি বলছো? বড়ো অদ্ভুত কথা!

আমি অনেকদিন ধরে লক্ষ্য করছি। উপোস করে ওর শরীরের কী দশা হয়েছে দ্যাখো!

দিন যেতে লাগলো। হঠাৎ ঐ বনে এক হিংস্র চিতার আবির্ভাব হলো।

একে হিংস্র, তার ওপর ক্ষুধার্ত! তাকে দেখেই বনের পশুরা যেদিকে দুচোখ যায়, ছুটে পালালো। কুকুর গুরুর কাছেই বসে ছিল। হঠাৎ...

... সামনেই সাক্ষাৎ যম! এখন উপায়?

ভগবন! ওর হাত থেকে আমাকে বাঁচান! আমার ভীষণ ভয় করছে!

কোনো ভয় নেই! আমি মন্ত্রের জোরে তোমার চেহারা পাল্টে দিচ্ছি। এবার...

...তুমিও একটা চিতা হয়ে গেলে!

ছিল একটা হাড় জিরজিরে কুকুর, হয়ে গেল চিতা বাঘ। আর যে-সে চিতা নয়; তার শরীর থেকে এমন তেজ ছুটে বেরুচ্ছে যা বনের পশুরা কখনও দেখেনি!

অন্য চিতাবাঘটির তো চক্ষু স্থির! 'য পলায়তি স জীবতি'—কথাটা মনে আসতেই সে ঐ বন ছেড়ে পালালো।

কয়েকদিন শান্তিতে কাটলো। তারপর আবার অশান্তি!

গর্‌র্‌...র্‌র্‌

বাঘ! ভয়ে চিতার মুখ থেকে কোনো শব্দই বের হলো না।

ঋষি তখন ধ্যানস্থ, কিন্তু দিব্যদৃষ্টিতে ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। মন্ত্রবলে চিতাকে তিনি বাঘ করে দিলেন।

খিদের সময় এ কোন ইয়ার্কি! যাক গে এখন 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম!'

আসল বাঘ ভয়ে পালালো। এবার কিন্তু ঋষি মশাইর বাঘ নতুন মূর্তি ধরলো। আগের কথা ভুলে গিয়ে, যাকে সামনে পায় তাকেই ধরে খায়।

একদিন, খানাপিনাটা ভাল হওয়াতে সে পরম সুখে দিবানিদ্রা দিয়েছিল। হঠাৎ—

এক হাতি, ঠিক যেন ঝড়ের কালো মেঘ, আকাশ-ফাটানো চিৎকার করতে করতে...

...সেখানে হাজির হলো। হোক বাঘ, আগে তো কুকুরই ছিল, কিছুক্ষণ ভয়ে কুঁকড়ে রইল। তারপর মনে পড়লো আচার্য-কে।

চোখের পলকে ঋষি তাকে এক দিব্যকান্তি হাতিতে পরিবর্তন করলেন।

এ আবার কে? আমি কী পাগল হয়ে গেলাম? একটা পাজি বাঘকে তাড়া করছিলাম, কিন্তু এ-যে দেখছি আর একটা হাতি!

কী মজা! ও চলে গেছে!

নতুন জন্ম পেয়ে ঋষির হাতি বেশ কিছুদিন ফুর্তিতে দিন কাটালো। তারপর, একদিন —

যাকে দেখে সব জন্তু ভয়ে কাঁপে, হঠাৎ সেই অতিকায় হিংস্র সরভ ঐ বনে তার কালো ছায়া ফেললো! ঋষির হাতিকে দেখে তার আস্ফালন যেন আরও বেড়ে গেল।

ঋষি এবারও সজাগ ছিলেন। মুহূর্তে তার হাতি সরভের মূর্তি ধরলো। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য, মুখোমুখি দুই প্রাগ ঐতিহাসিক বিভীষিকা...

ভয়ার্ত প্রথম সরভটি...

...কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য। তারপর, যে বাইরে থেকে এসেছিল, সে লেজ গুটিয়ে পালালো। সে পালালো কিন্তু যে রয়ে গেল? ঋষি মশাইর বনের মধ্যেই সে হুলস্থূল কান্ড বাধিয়ে দিল! যাকে পায় তাকেই ধরে খায়, কোনো বাছবিচার নেই!

ক্রমেই তার খিদে বাড়তে লাগলো। এবার সে ঠিক করলো, ঋষিকেই খাবে,

শিষ্য কী ভাবছে, তা গুরুর কাছে গোপন রইল না।

ওরে, কুকুর! তোকে বারবার বিপদ থেকে বাঁচালাম, এখন আমাকেই খেতে চাস!

আবার তুই কুকুর হ!

নিজের মূর্তি ফিরে পেয়ে কুকুর আবার গুরুর কাছে লেজ নাড়তে লাগলো।

ঋষি কিন্তু তাকে ক্ষমা করলেন না — দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলেন।

এখান থেকে চলে যা, অকৃতজ্ঞ জানোয়ার! তোকে দয়া দেখানোই আমার ভুল হয়েছিল! যেখানকার কুকুর, সেখানেই ফিরে যা!

কাক থাকবে কাকের মতো

শিশুদের খেয়াল! কাছাকাছি আর কোনো পাখি নেই, আছে শুধু একটি কাক। হোক কাক, তাকেই তারা ভীষণ ভালবাসতো। দুবেলা পেট ভরে খাওয়াতো।

আয় কাক, আয়! আমরা তোকে মারবো না।

পেট ভরে খা!

কী সুন্দর পাখিটা!

ওর পাখাদুটোর বাহার দ্যাখো!

ছেলেদের প্রশংসায় কাকের মাথা ঘুরে গেল...

...নিজেকে পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর আর চতুর বলে মনে হ'লো তার।

হঠাৎ তার চোখে পড়লো এক ঝাঁক রাজহাঁস...

... আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

কী ব্যাপার! এটা আমার রাজত্ব। এখান দিয়ে ঐ কুৎসিত পাখিগুলো উড়ে যাচ্ছে কার হুকুমে!

রাজহাসদের শুনিয়েই সে চিৎকার করে কথাগুলি বলছিল।

আমাদের কুৎসিত বলছেন? এতো আশ্চর্য ব্যাপার। আমরা কুৎসিত, এই প্রথম শুনলাম!

তা ছাড়া, আকাশে কেউ আমাদের মতো উড়তে পারে না।

কী বাজে বকছেন! আপনারা ওড়েন, তাও বিশ্রী! দেখলে গা-জ্বালা করে।

কীভাবে উড়তে হয়, আমাকে দেখে তা শিখুন!

শুরু হলো, কাকের ওড়া। কিছুক্ষণ শূন্যে ডিগবাজি খেলো...

... তারপর এঁকেবেঁকে, একবার ওপরে...

... একবার নিচে, ওড়ার খেলা দেখালো।

ও করছে কী! এভাবে কেউ আকাশে ওড়ে!

Indrajal.blogspot.in

সমুদ্রের ওপর দিয়ে সে তীরের গতিতে উড়ে চললো।

কিন্তু কাক? আর যে দম নেই! এবার বুঝি সমুদ্রেই তলিয়ে যেতে হয়!

কী করি? কোথাও গাছের চিহ্ন নেই, শুধু জল! রাজহাঁসটাই বা গেল কোথায়?

বাঁচান! আমি ডুবে যাচ্ছি!

ঠিক তখনই হাঁসের গলা শোনা গেল—

কীরকম ওড়ার খেলা দেখাচ্ছেন, বন্ধু!

মনে হ'চ্ছে, আপনি যেন জলে ডুবে যাচ্ছেন? এ কী রকম ওড়ার কায়দা!

আর লজ্জা দেবেন না! যেভাবে পারেন আমাকে বাঁচান! আর পারছি না!

রাজহাঁসের কাছে এটা কোনো কঠিন কাজ নয়।

কাককে সে নিরাপদেই ঘরে পৌঁছে দিল।

এবার কাকের হুঁস হলো, সে কাক আর ওরা রাজহাঁস।

আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ! শুধু যে প্রাণ বাঁচিয়েছেন, তাই নয়; আপনাদের দয়ায় আমার বিচারবুদ্ধিও ফিরে পেয়েছি। এজন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ!

Build a big castle
Up in the blue
Fill it with Gems
For me and for you.
Cadbury's
GEMS
MILK CHOCOLATE
Got a moment? Get a Gem!
Cadbury's
Chocolates
Anything's possible with Cadbury's Gems!

We're all in it together for the fun of it, for the taste of it!

CAMPA ORANGE FLAVOUR – IT'S THE FLAVOUR OF FUN!

OBM/5361

Indiandrajal.blogspot.in

বইয়ের পাতায় রঙীন চলচ্চিত্র

অমর চিত্রকথা

অমর চিত্রকথায় থাকছে

ভারতের ইতিহাস • পুরাণ জীবনী

রূপকথা • কিংবদন্তী প্রাচীন ও আধুনিক লোকগাথা সাহিত্য

প্রকাশিত বাংলা তালিকা :

১১ কৃষ্ণের গল্প
১২ শকুন্তলা
১৫ রামায়ণ
১৬ নলদময়ন্তী
১৮ লব কুশ
২০ মহাভারত
২১ চানক্য
২২ বুদ্ধ
২৩ শিবাজী
২৪ রানা প্রতাপ
২৬ কর্ণ
৩৪ ভীষ্ম
৩৬ মীরাবাঈ
৩৮ প্রহ্লাদ
৩৯ পঞ্চতন্ত্র
৪২ পরশুরাম
৭৭ সুভাষচন্দ্র বোস
৮৮ গণ্ডার
৮৯ গনেশ

৯১ হিতোপদেশ
১০৮ বিদ্যাসাগর
১১৭ ধ্রুব ও অষ্টাবক্র
১২৭ গীতা
১৩১ বুদ্ধিমান বীরবল
১৩৫ দেবী চৌধুরানী
১৩৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩৭ সুরদাস
১৪৬ বিবেকানন্দ
১৫৬ বাঘা যতীন
১৭৬ দুর্গা
১৭৯ সাতরঙা রাজপুত
১৯৯ চন্দ্রললাট
২০১ নচিকেতা
২০২ মহাকবি কালিদাস
২০৬ জয়প্রকাশ নারায়ন
২০৫ রত্নাবলী

২০৭ মহিরাবন
২০৮ জয়দেব
২০৯ গান্ধারী
২১০ রসিক বীরবল
২১১ স্বর্গীয় হার
২১৩ ভীম ও হনুমান
২১৪ ধাত্রী পান্না ও হাদিরানী
২১৭ জাতকের গল্প

প্রতিটি টা. ২·৫০ মাত্র

চিরন্তন সচিত্রকাহিনী অমর চিত্রকথা

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত তালিকাগুলির একমাত্র পরিবেশক

উচ্চারন

২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

Malay

FOR OUR YOUNG READERS

THE SONG OF THE DIVINE ONE...

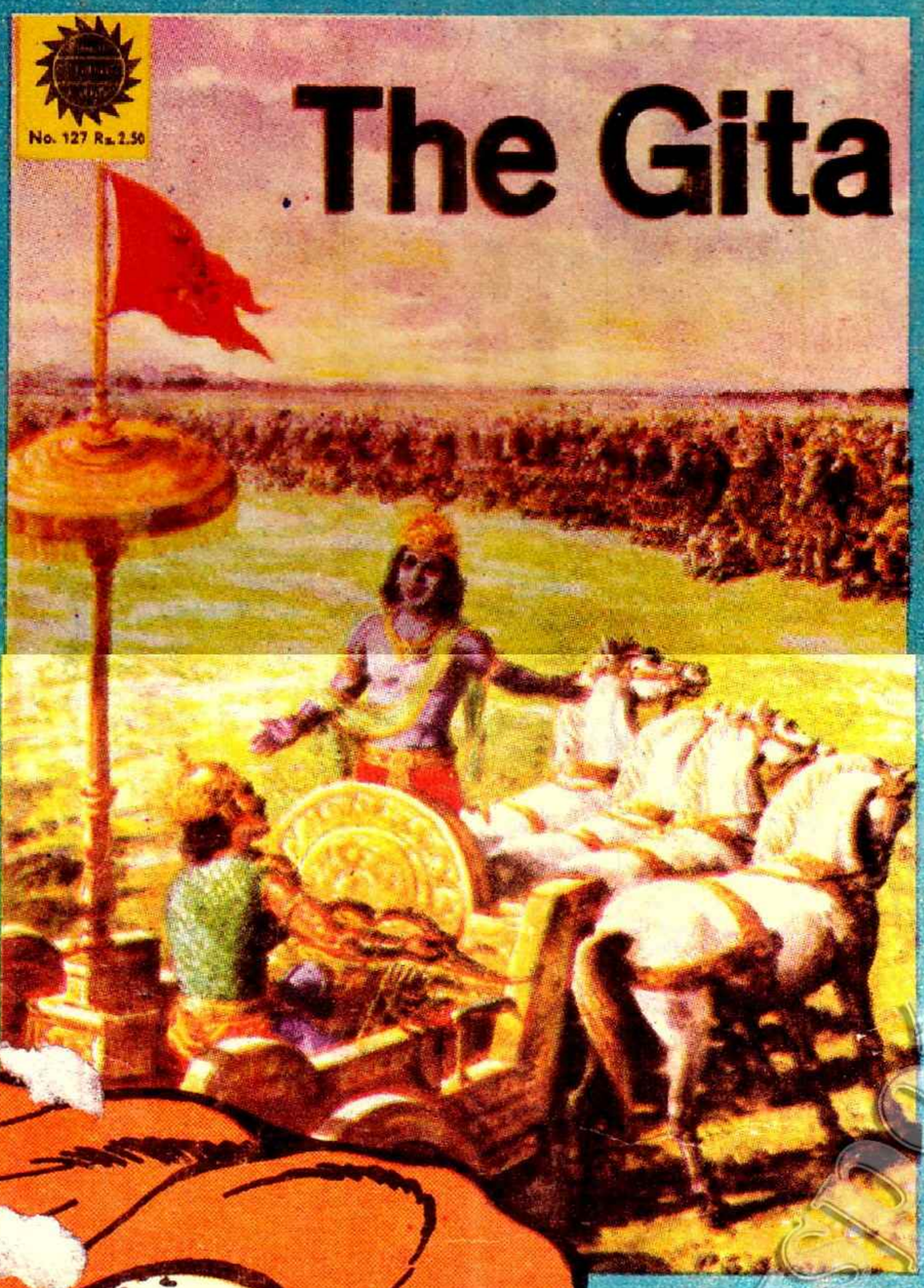

Rs. 2-50

BHAGAVAD GITA or the song of the Divine One, has inspired Indians for centuries. Its teachings are as relevant today as they were when Krishna gave hi discourse to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra.
Now for the first-time, an introduction to this great poem has been provided in the Chitra Katha form—continuity pictures full of colour and action—which makes the message of the Gita intelligible to one and all.

AMAR CHITRA KATHA

AMAR CHITRA KATHA

Available at all bookstalls or
INDIA BOOK HOUSE,
3-A, Rashtrapati Road, Secunderabad-500003
(for V.P.P. orders only)

IBH

Published by :
INDIA BOOK HOUSE EDUCATION TRUST